যুগান্তর

তারিখ 09 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম

দোলাইরপাড় উচ্চ বিদ্যালয়

বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে গরিব শিক্ষার্থীরা

খোরশেদ আলম শিকদার

আধুনিক শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে দোলাইরপাড় উচ্চ বিদ্যালয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে আধুনিক ভবন, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার, ইন্টারনেট কানেকশন সবই স্থাপন করা হয়েছে এ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়টি কলেজে উন্নীত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম দোলাইরপাড় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়। বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে গরিব শিক্ষার্থীরা।

সরেজমিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা বিস্তারে ৫৩ বছর

পশ্চিম দোলাইরপাড়সহ ওই এলাকায় বসবাস করত নিম্ন আয়ের মানুষ। আর সে সময় শিক্ষা অর্জনের কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না এ এলাকায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দোলাইরপাড় এলাকার শিক্ষানুরাগী পল্লী চিকিৎসক আলহাজ ডাক্তার মো. আনসার আলী এলাকার আরও কিছু শিক্ষানুরাগীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৬৪ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি অ্যাডভোকেট সানজিদা খানমের নেতৃত্বে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে বিদ্যালয়টি। শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতিভা ও দূরদর্শিতার কারণে বিদ্যালয়টি দিন দিন ভালো ফলাফল করে আসছে। সঙ্গে রয়েছে বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টা এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতা। ১৯৮২ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়। এ প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে দিবা ও প্রাতঃ দুই শিফটে ক্লাস নেয়া হয়। দিবা শাখায় শিফট ইনচার্জ মো. আবুল ফারাহ, প্রাতঃ শাখায় ইনচার্জ শামীম আরা পারভীন। বিদ্যালয়ে প্রাথমিকে ১০ জন, মাধ্যমিকে ৬৫ জন, শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণীতে তিন জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ১১ জন কর্মচারী কর্মরত। সহকারী প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শাখায় ৭৫০ জন, মাধ্যমিক শাখায় এক হাজার ৮০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। বিদ্যালয়ে চারটি ভবন রয়েছে। এর মধ্যে একটি সাড়ে তিনতলা, একটি পাঁচতলা, দুটি তিনতলা ভবন রয়েছে। এতে প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক মিলনায়তন, বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব, পাঠাগার, স্কাউট কক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ে রয়েছে ৫১ শতকের বিশাল মাঠ ও চারটি ফটক। প্রতি বছরের পাবলিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল করে আসছে বিদ্যালয়টি। ২০১৬ সালে পিইসি পরীক্ষায় শতভাগ, জেএসসিতে ৯৮ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে এসএসসিতে ৯৬ শতাংশ পাস করেছে।

বিদ্যালয়ে রয়েছে দক্ষ গভর্নিং বডি। এর সভাপতি অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এমপি, শিক্ষক প্রতিনিধি কবির উদ্দিন আহমেদ ও মো. রফিকুল ইসলাম, সংরক্ষিত নারী শিক্ষক প্রতিনিধি শামীম আরা পারভীন, অভিভাবক সদস্য মো. আবদুল হালিম দেওয়ান, আবদুল মান্নান মিয়া, মো. রফিকুল ইসলাম, গৌতম চন্দ্র সেন, সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য সালমা আলম, কো-অপ্ট সদস্য মো. সফিউদ্দিন দুলাল, সদস্য সচিব প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা হলেন মো. নুরুল ইসলাম খন্দকার (বিকম) (১৯৬২-৬৩), আলহাজ আবদুল কুদ্দুছ (এমএ) (১৯৬৪-৬৬), আফাজ উদ্দিন (বিএ বিটি) (১৯৬৯-৭০), রমিজ উদ্দিন (এমএসসি) (১৯৭০-৭১), মহিউদ্দিন ভূইয়া (বিএ) (১৯৭২-৭৪), মো. মজিবুর রহমান মোল্লা (বিএ সম্মান, এমএ) (১৯৭৪-৯৩), হাসান উদ্দিন (বিএসসি বিএড) (১৯৯৩-২০০৪), মাওলানা আবদুল মান্নান (ভারপ্রাপ্ত) (এমএম বিএড) (২০০৪-২০০৫), মো. ফজলুল হক (ভারপ্রাপ্ত) (বিএ বিএড) (২০০৫-০৫), মো. সহিদুল ইসলাম খান (এমএ বিএড) (২০০৫-০৯), মো. ফজলুল হক (ভারপ্রাপ্ত) (এমএম বিএড) (২০০৯-১০), মো. আতাউর রহমান (এমএস এসবিএ) (২৭-৪-২০১০ থেকে চলমান)। প্রধান শিক্ষক মো. আতাউর রহমান যুগান্তরকে বলেন, আমি ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এমপির সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। নিয়মিত ভালো ফলাফল করায় এলাকার মানুষ বিদ্যালয়টির প্রতি আস্থা রাখতে পারছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থানে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা গর্বিত।

দোলাইরপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এমপি যুগান্তরকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আরোপিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ার প্রয়াসে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে এ বিদ্যাপীঠ। মানসম্মত শিক্ষা শিক্ষকের মূল্যায়নসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমার চেষ্টা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে আমি বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করছে। বিদ্যালয়টি কলেজে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের ও বিদ্যালয় অর্থায়নে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ঢাকাসহ সারা দেশের মধ্যে একটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এ বিদ্যাপীঠ। তিনি আরও বলেন, সবার সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি আগামীতে আরও ভালো ফলাফল করবে।